



জাতিয়া ব্যাংক লিমিটেড

জাতিয়া ব্যাংক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পত্রিকার নাম : **The New Nation**

তারিখ : 13 MAY 2017



Shaikh Md. Wahid-uz-Zaman, Chairman of Janata Bank Limited, congratulating to Luna Samsuddoha, Director of the bank for achieving Bangladesh Business Award-2017 on Thursday. Khondker Sabera Islam, Md. Mofazzal Husain, A.K. Fazlul Ahad, Selima Ahmad, Mohammad Abul Kashem, Directors of the bank, Md. Abdus Salam, FCA, MD, Mosaddake-Ul-Alam, Company Secretary of the bank were present.



জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পত্রিকার নাম :

The News Today

তারিখ : 13 MAY 2017



Shaikh Md. Wahid-uz-Zaman, chairman of Janata Bank Limited (JBL) congratulating Luna Samsuddoha, director of JBL for achieving Bangladesh Business Award-2017 on Thursday. Khondker Sabera Islam, Md. Mofazzal Husain, A K Fazlul Ahad, Selima Ahmad, Mohammad Abul Kashem, directors of the bank and other officials are also present.



জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম :

দৈনিক সমকাল

তারিখ : 13 MAY 20

**লুনা সামসুদোহাকে
জনতা ব্যাংক পর্ষদের
শুভেচ্ছা**

ডিএইচএল-ডেইলি স্টার বাংলাদেশ
বিজনেস অ্যাওয়ার্ড-২০১৭ অর্জন
করায় জনতা ব্যাংক লিমিটেডের
পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক লুনা
সামসুদোহাকে গত বৃহস্পতিবার
ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান
পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ মো.
ওয়াহিদ-উজ-জামান। এ সময়
ব্যাংকের পরিচালক খন্দকার সাবেরা
ইসলাম, মো. মোফাজ্জল হোসেন, এ
কে ফজলুল আহাদ, সেলিমা
আহমাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম,
সিইও অ্যান্ড এমডি মো. আবদুস
সালাম, এফসিএ, বাংলাদেশ
ব্যাংকের পর্যবেক্ষক ড. আবুল
কালাম আজাদ ও ব্যাংকের কোম্পানি
সচিব মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম
উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

IBBL Vice-Chairman 'threatened' to resign

A gang of officials blamed

► **bdnews24.com**

Syed Ahsanul Alam Parvez, Vice-Chairman of Islami Bank Bangladesh, says he has been threatened with firearms and asked to step down from the bank's Board of Directors.

After writing a Facebook post on the threat on Thursday, he told bdnews24.com later in the day: "I have been asked to step down within 5pm today."

bdnews24.com tried to reach the bank's Chairman Arastoo Khan for comments, but he was unavailable on his mobile phone.

Islami Bank, accused of

having links with Jamaat-e-Islami leaders, went through a major shake-up in its top brass in January.

As part of the executive



committee, Parvez was vocal in meetings over policy decisions and made efforts to make the country's largest and most-profitable bank more inclusive. He was a key man in running the bank

after joining in from Chittagong University where he was a senior professor of marketing. He became chairman of the executive committee after he joined the bank as an independent director. Former secretary Arastoo was made chairman of the bank, while Parvez was reassigned as its vice-chairman, after the bank ousted the old guard and recast the board.

Parvez now says: "Islami Bank has returned to the hands of anti-liberation forces." He told bdnews24.com that he had sought Prime Minister Sheikh Hasina's intervention to

► See page 15 col 1

IBBL Vice-Chairman 'threatened'

'save' the bank from the anti-Bangladesh forces.

"I will step down if the prime minister takes no steps, but not before that."

In the Facebook post, Parvez said May 6 was the first anniversary of him becoming an independent director for the bank.

Parvez went on to say the bank gave away money deposited by more than 12 million people to one million recipients.

"We started monitoring whether the money was used to fund militancy or anti-government political forces," he said. Parvez wrote that the new leader-

ship recommended that the bank must lend money to 500,000 small and medium entrepreneurs from all religions in line with Prime Minister Sheikh Hasina's Vision 2021.

Then a 'conspiracy' started in the bank's board of directors, he alleged.

He also alleged that some top officials of the bank backed by corrupt government officials were involved in the conspiracy.

"The plot is so complex that it is very much necessary for the government to launch an immediate crackdown with the help of detectives."



জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক বিলেন্স ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম :

দৈনিক সমকাল

তারিখ : 13 MAY

ক্রেডিট কার্ডের সুদহার কমছে

■ বিশেষ প্রতিনিধি
ব্যাংকগুলো ক্রেডিট কার্ডে সর্বোচ্চ
কত সুদ নিতে পারবে তার সীমা
বেধে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক নীতিমালায়
বলেছে। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

ক্রেডিট কার্ডের সুদহার কমছে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

কোনো ব্যাংকে অন্যান্য ভোক্তা ঋণের সর্বোচ্চ যে সুদ হার রয়েছে, ক্রেডিট কার্ডে সুদহার তার চেয়ে ৫ শতাংশের বেশি হতে পারবে না। নীতিমালায় সুদহার ছাড়া ক্রেডিট কার্ডের নিরাপত্তাসহ গ্রাহক ঋণের পক্ষে নানা বিষয় সংযুক্ত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ প্রজ্ঞাপন আকারে এ নীতিমালা জারি করে সব ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর কাছে পাঠিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ সিদ্ধান্তের ফলে ক্রেডিট কার্ডে সুদহার কমবে। বর্তমানে অনেক ব্যাংকে ক্রেডিট কার্ডের সুদহার ৩০ শতাংশের বেশি। আর অন্যান্য ভোক্তা ঋণের (গাড়ি কেনা, ব্যক্তিগত ঋণ ইত্যাদি) সুদহার সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ১৬ শতাংশ। সে ক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ডে সুদহার ২০ শতাংশের কাছাকাছি হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এ সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় বেসরকারি ডাচ-বাংলা ব্যাংকের এমডি আবুল কাশেম মো. শিরিন সমকালকে বলেন, ক্রেডিট কার্ডের ঋণে ঝুঁকি বেশি। এ কারণে সুদহার একটু বেশি থাকে। তবে নীতিমালার আওতায় আনায় ভালো হয়েছে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে ক্রেডিট কার্ডের সুদহার কমে আসবে। তাদের ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডে ১৮ শতাংশ সুদ নেয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, সুদের হার ও অন্যান্য চার্জ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং তা গ্রাহককে জানাতে হবে। এ ছাড়া কত দিনের জন্য সুদ নেওয়া হলো, সর্বনিম্ন কত টাকা পরিশোধ করতে হবে, মোট অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ প্রভৃতি সুস্পষ্টভাবে জানাতে হবে।

ক্রেডিট কার্ডের নিরাপত্তার বিষয়ে বলা হয়, প্রতারণা ঠেকাতে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ লক্ষ্যে একটি কমিটি অথবা টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। প্রত্যেক লেনদেন শেষে গ্রাহককে এসএমএস অ্যালার্ট পাঠাতে হবে। প্রসঙ্গত, গত বছরের মার্চ ও এপ্রিলে বেশ কিছু গ্রাহকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড থেকে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় ব্যাংক খাতে তোলপাড় সৃষ্টি হয়।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, ক্রেডিট কার্ডে যে সীমা থাকে তার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত সুদে উত্তোলন করা যাবে। গ্রাহকের লিখিত সম্মতি ছাড়া ব্যাংক কার্ডের ধরন এবং সাময়িক পরিবর্তন করতে পারবে না। কোনো গ্রাহক যদি কার্ড দিয়ে বেআইনি কোনো কাজের চেষ্টা করে, তাহলে ব্যাংক ওই কার্ড বাতিল করে দ্রুত বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাবে।